-তূণীর-

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

-প্রকাশক-
ইউ-এন-ধর এণ্ড কোং
৫৮ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

তুমি দেবর্ষি তুমি মহর্ষি
করুণার তুমি পান্থ-শালা,
কেহ নাহি যার তুমি আছ তার
জুড়াতে দারুণ বক্ষ-জ্বালা।
হাজার হাজার শিষ্য নাহিক
পারণ করাতে হয় না ভীতি,
তুমি শুধু হরি প্রেমের পিয়াসী
পীযূষ বিলানো তোমার রীতি।
মেনকা তোমারে মোহিত করেনা
উর্ব্বশী কভু হানেনা আঁখি
পতিতাও পায় তোমার মমতা
পায় সে অভয় তোমারে ডাকি।
ফের গোলকের অন্তঃপুরে
কৈলাসে তব অবাধ গতি
হর-পার্ব্বতী কোন্দলে তুমি
চিরদিন জানি অগ্ররথী।
অগ্নিরে তুমি আহ্বান কর
বরুণের পুরে নিমন্ত্রণে,
দৈত্য-দানব উৎসবে ডাকো
ভব-ভয়-হারী জনার্দ্দনে।

দম্ভীর তুমি শত্রু পরম
অত্যাচারীর বজ্রপাণি,
সবার সঙ্গে হাস্য-রঙ্গে
চিরদিন তুমি দক্ষ জানি।
বীণার সুর যে শরের মতন
ছোটে খরতর নিত্য তব,
নূতন সাজেতে সাজাতে তোমায়
আজি অভিলাষী ভৃত্য তব।
ঝুলায়ে দিলাম 'তূণীর' আমার
হে চির-কুমার তোমার পিঠে,
মর্ম্মে পাপীর বিঁধুক সায়ক
কর্ণে রাগিণী বাজুক মিঠে।
প্রার্থনা মোর ওহে মুনিবর
আসিবে যখন পারের তরী,
যেন সাথে তার তোমার বীণার
হরিগুণ-গান শ্রবণ করি।

কোগ্রাম, দশহরা
১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৫

আশ্রিত
গ্রন্থকার

সব্যসাচীর শর !
চিত্ররথে বাঁধতে পারে
কণক-চাঁপা আনতে পারে
ভোগবতীরে টান্‌তে পারে
ধরারি উপর।

অনঙ্গের শর !
পারে শিবের ধ্যান্‌ ভাঙ্গাতে
মানিনীর হায় মান ভাঙ্গাতে
যমকে পারে চোক রাঙাতে
এমনি খরতর।

কবির ছোট শর !
ভণ্ড-খলে বিঁধতে পারে
আসল-মেকী চিন্‌তে পারে
অনুরাগে জিনতে পারে
বিশ্ব-চরাচর।

সূচীপত্র

ভ্রম-সংশোধন

৭৮ পাতায় 'সন্তোষ' স্থলে 'সম্পদে' হইবে।

৭৯ „ 'ত্যজের' স্থলে 'ত্যাগে' হইবে।

-তণীর-

ভ্রমর ও মাকড়সা

জাল বোনো তুমি, জাল বোনো তুমি,
    কোনো কাজ নাহি আর হে।
আমার উপর মধুর ধরায়
    মধু বিলাবার ভার হে।
    বসন্ত মোর অন্তরঙ্গ,
    শুনাই তাহারে জলতরঙ্গ,
    ফুলের পাড়ায় বীণা বাজাইয়া
ফিরি আমি অনিবার হে।

২

সমীরের ঘায় নিতি ছিঁড়ে যায়
যত বার বোনো জাল হে।
আঁধারে এবং আড়ালে বসিয়া
গোঁয়াইলে কত কাল হে।
তুমি যে কুটিল, নহ'ত সরল,
মুখ দিয়া শুধু উগারো গরল।
ওৎ পেতে একা বসে আছ শুধু
ভাঙ্গিতে মাছির ঘাড় হে।

৩

ভীতিময় নিতি করি' বনবীথি
জাল বুনে তুমি যাও হে।
সোজা পথে পাছে চলে যাবে কেউ
সেই পথে বাধা দাও হে।
আঁধারের জীব, হীনতার দাস,
শুধু লুকাচুরি, প্রেতের আবাস,
তোমার সূতায় বাঁধা যে পড়িল
উদ্ধার নাহি তার হে।

৪

আমি মৌমাছি, ফুল নিয়ে আছি
তাই করিয়োনা ভুল হে,
ছুটাইতে পারি মধুর লহর
ফুটাইতে পারি হুল হে।
পারিনে ক বটে বুনিতে হে জাল
মশা মাছিদের করিতে নাকাল,
অমর না হই ভ্রমর যে আমি
ধারি অমৃতের ধার হে।

বামন-শিশু

বামন-শিশু খোট্ ধরেছে
ধরবে চাঁদে ধরবে ;
সুধার ধারা উজার করে
পেটের ক্ষুধা ভরবে ।
দাঁড়িয়ে এক ঢিপির পরে,
বিকট স্বরে চেঁচিয়ে মরে ।
বেনু বনের পাশেই যে চাঁদ
ভাবছে কি তার করবে ?

২

রে উদ্বাহু, উজল জগৎ
যাহার কিরণ-পুঞ্জে,
কুমুদ নিশিগন্ধা ফোটে
নিসর্গেরি কুঞ্জে,
মহাসাগর উথ্‌লে উঠে,
পৌর্ণমাসীর বন্যা ছুটে,
আনন্দেতে স্তব্ধ ধরা
সুধার ধারা ভুঞ্জে ।

৩

ওই মুঠিতে ধরবি তারে
হাসছে দেখে দেশটা,
অবোধ রে তুই বুঝবি না ত
বিফল যে তোর চেষ্টা।
শম্ভু যারে মাথায় ধরে,
আরতি যার বিশ্ব করে,
'বামন' নহিস 'বামন শিশু'
ধরবি তারে শেষটা।

সমজদার

ওগো পুরবাসী, উলাইয়া লও
করনা'ক দেরী আর,
দয়া করে আহা দুয়ারে এসেছে
সরেস সমজদার।
লাল গোলাপের পাপড়ি চাখিয়া
বলে 'হেলেঞ্চা' ভাল।
শালগমে করি মাল্য-রচনা
প্রতিভা দেখায়ে গেল।
তৈলের জোরে চন্দন চেয়ে
বটে এড়ণ্ড দামী,
কোদালের সাথে চলিতে লেখনী
কোপ দেখে গেছে থামি।
ফলের মধ্যে ভাল জিতিয়াছে
যেহেতু বৃহৎ আঁঠি।
কাস্তে ঠোকারে বুঝিতে পেরেছে
ঘুটিং গোমেদ খাঁটি।

অশ্বত্থ বট নেহাৎ অসৎ
যেহেতু নাহিক কাঁটা,
'মেটে' আছে বলে পশুরাজ হ'ল
অতীতের বোকা পাঁটা।

ভেঁড়ার শৃঙ্গ পরখ করিয়া
বলেছে হীরকে মেকী,
বাণীর বীণাকে গীতের গমকে
হারাইয়া দেছে ঢেঁকী।

মুদ্গর কাছে 'মোহমুদ্গর'
একদম গেছে কেঁদে
বেউর বংশ 'রঘুবংশ'কে
ঘুরালো টিকিতে বেঁধে।

আরশোলা দেছে হারায়ে আতরে
দাপটে কাঁপায়ে মহী,
যন্ত্রের মাঝে হয়েছে কেবল
'হামাল-দিস্তা' জয়ী।

আসিয়াছে ভাই নিরেট জহুরী
বলিহারী গুণপণা,
নিজ চর্ম্মের চামুটীতে ঘ'সে
কসিয়া দেখিছে সোণা।

চিবায়ে মুক্তা হাসিয়া বলিছে
ভুট্টার চেয়ে কড়া,
শুভ্র চামর ঢেঁরায় পাকায়ে
ভাঙ্গিছে গরুর দড়া।
মহলদারের তুলদাঁড়ি নিয়ে
ছুটিয়ে বেড়ায় ক্ষেপা,
বোঝেনা বেখুপ 'হন্দর' দিয়ে
প্রতিভা যায় না মাপা।

আগড়া

যতন্ করে রতন তুমি মিলালে ভারী,
রুক্ষতা তার উখো ঘসে সারাতে নারি।
সাত শতবার রেঁদা দিয়ে,
ঠাঁই ঠিকানা পাই না যে হে,
দিস্তে দুতিন শিরীষ কাগজ হলো সাবার-ই।

২

এমনতর আগড়াতে আগর কি চলে,
ভোমর ভাঙে গুমর ভাঙে হাত যে পিছলে।
হাড় হাবাতে ঘরের ঢেঁকী
আন্দামানী আঁকড়ো একি?
চাই দুটী মণ সাজিমাটী করিতে খাড়ি।

৩

এই বেলুনে যায় কি বেলা কচুরি লুচি!
হয় মতিচুর সিঁড়ির লাড়ুর ঝাঝরাতে বুঝি!
বিশ নম্বুরে সূতার কবে,
মিহি ঢাকাই মস্‌লিন হবে!
রুল টানিতে খেজুর গড়ে কপাল আমার।

৪

চলে এতে 'রোলার' দে'য়া কাদানে পথে
দাবী ইহার পানিভুতের পা দানী হতে।
করতে নরম ঝুনোট ঝামা,
পারব না ক' করুণ ক্ষমা
বন্ধু নহে, বন্ধুর এটা অকর্ম্মার ধাড়ি।

৫

কইত 'পলিনী' পালিসে এর জলুষ দেখি না,
ভাবছি এটা গলবে টাটার 'ফারনেসে' কি না!
হ'তে পারে ঢালাই কড়া।
ডাম্বেল এবং দুমুশ গড়া,
নায়ের নোঙ্গর হয়ে দিতে গঙ্গাতে পাড়ি।'

৬

ইস্পাত এতে নেইক মোটে 'নিব'ত হবে না,
ঠেঁটা বটে; টেঁটা হ'লে ভারটী স'বে না।
আনা এটা আন্‌সাটেতে
হ'বেনা ক ল্যানসেট্ এতে
কড়াত নহে খাঁজকাটা এ পিতল কাটারি।

মুচিরাম গুড়

(বঙ্কিম বাবুর মুচিরাম গুড়ের জীবনী পাঠান্তে লিখিত। বঙ্কিম বাবু নিজে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন কিন্তু মুচিরাম গুড়ের ন্যায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও তখন কেবলমাত্র তোষামুদীর বলে ঐ পদ পাইয়াছিল। এখনো মুচিরাম শ্রেণীর হাকিম দুষ্প্রাপ্য নহে)

ধন্য তুমি, পুণ্য তুমি, হে মুচিরাম গুড়।
মহাকবির মস্ত হাকিম, আসামীর মুগুর।
বিদ্যা বুদ্ধি নাই,
রক্ষা তবু তাই,
সরস্বতীর গর্ব্ব কর এক ঘায়েতে চূর।

২

হাবলা তুমি ভ্যাবলা তুমি মস্ত তুমি সঙ্,
তোষামোদের তোষাখানা আস্ত জবরজঙ্।
My lord ব'লে,
হাকিম তুমি হ'লে
নইলে তুমি চৌমাথাতে বেচতে চানাচুর।

৩

মুন্‌সিপরা মুন্সী তুমি, বুদ্ধি ক্ষুরের ধার,
লাঙুলটী যে দেননি বিধি কেমন কৃপা তাঁর ?
চরণ চাটার জোরে
মানুষ গেলে গড়ে,
একেবারে খেতাব পেলে 'লাঙ্‌লা বাহাদুর'।

৪

রাসভ খাঁটী পরিপাটী ঘুসের বেলা হায়
সাধুদিগের উপপ্লবে তোমার দিবস যায়।
দেমাক তোমার ভারী
হাজত দিতে পারি,
হাজত বাসের সম্ভাবনা তোমার যে প্রচুর।

বিচারকের বিচার

(সত্য ঘটনা, এই বিচারকের নাম অনেকেরই পরিচিত ; ঘুসের মামলায় দুই বৎসর ইহার কারাবাস হয়। প্রসিদ্ধ উকীল মৌলভি ইয়াসিন সাহেবের নিকট গল্পটী শুনিয়াছি)

জবর হাকিম্ করেন বিচার,
বিচার আসনে বসি',
আইনের তিনি বেসাতি করেন
প্রতি গ্রামে গ্রামে পশি'।
রেলেতে চড়িয়া দেন না মাশুল
লোকে নানা কথা কয়,
দ্রব্য বেচিয়া মূল্য চাহিলে
দেখান জেলের ভয়।
শিষ্ট দমন দুষ্ট পালন
করিতে নিপুণ ভারী,
তোষামোদে তিনি পুরা ওস্তাদ
মুখে আছে ভূয়া জারি।
অবহেলে কারও ট্যাক্স বাড়ান
কাহারো মারেন রুটী,
সাধু চোর হয় বিচারে তাঁহার
করে মাথা কুটাকুটি।

এন্তাজ মিঞা গ্রামের মোড়ল
সাধু সজ্জন অতি,
কি কারণে হায় হাকিম চটিল
সহসা তাঁহার প্রতি।

হুঙ্কারে তাঁর করেনিকো ভয়
করেছিল প্রতিবাদ,
যেমনে হউক হাকিম এবার
মিটাবে তাহার সাধ।

মামলায় এক আসামী হয়েছে
এন্তাজ মিঞা বুঝি।
এতদিন পর ব্যাঘ্র তাহার
শীকার পেয়েছে খুঁজি।

হাতকড়ি দিয়া মনের সাধেতে
ঘুরাইল সারা গ্রাম,
লাঞ্ছনা তার বহুৎ করিল
বিধি যেন তারে বাম।

হইল ফাটক তিন মাস তার
হাকিমের বাহুবলে,
আপীলে হেলয়ে খালাস পাইল
নিজের পুণ্য ফলে।

এন্তাজ থাকে মরমে মরিয়া
বিনাদোষে জেল খাটি,
আল্লার পরে এত নির্ভর
একেবারে হ'ল মাটী।

একমন হয়ে পড়ে সে কোরাণ
জলে উঠে চোখ ভিজে,
বিচারের কথা বুঝিতে পারেনা
ভাবে একমনে কি যে।

দুর্ব্বল হিয়া আশা না পাইলে
কেমন করিয়া বাঁচে ?
কাঁদে আর বলে আল্লা আছেন
এখনো আল্লা আছে।

গেছে দুবরষ হাকিম প্রবল
বদলী হয়েছে কবে,
ভিতরের তার রোগের বীজাণু
কয়দিন চাপা রবে।

তাহার ঘুষের গোপন কাহিনী
পশেছে সবার কাণে,
ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজে,
চিরদিন লোকে জানে।

পশু-প্রশস্তি

নমামি তোমারে মায়ের বাহন
নমামি সিংহ সিংহী,
বটত বৃটিশ রাজার প্রতীক্,
না হও নন্দী ভৃঙ্গী।
কখনো দয়াল, কভু 'ভাস্বুরক',
হতে পার তুমি, যখন যা সখ,
চেনে ক্রীতদাস 'এণ্ড্রোকিলিস্'
তুমি পশুরাজ-ধিঙ্গি।

২

হে বৃক, ব্যাঘ্র হে ভীম ভয়াল
সুন্দর বনচন্দ্র,
কিবা উজ্জ্বল চক্ষু যুগল্
গুরু গর্জ্জন মন্দ!
যেমন হিংস্র, তেমন পেটুক,
কেউ সনে তব দ্বন্দ্ব মিটুক,
'যোগ' তব ঘরে বসতি করুক
মিটে যাক সব ধন্দ।

৩

তুমি ভল্লুক মধুর পিয়াসী
কপিত্থ ফল ভক্ত।
তুমি 'সসেমিরে' নিঃশ্বাসে শোষ
জীবের বুকের রক্ত,
নাকে দড়ি দিয়া হা'ঘরে নাচায়,
পশু সনে রাখে ভরিয়া খাঁচায়;
'খোয়াব' দেখহে সেথা শুয়ে শুয়ে
কোথায় রুষের তক্ত।

৪

তুমি গণ্ডার হাতে মর তার,
ভাণ্ডার যার ভোগ্য,
কঠিন চর্ম্মে ফোটেনাক শূল
তুমি দৈত্যের যোগ্য।
'কালীর পাকের' হাতে দাও ঢাল্,
কত লোকে তুমি কর নাজেহাল,
কোনো দেবতার নহত বাহন
হবেনা কি তব মোক্ষ ?

৫

নমি হে শৃগাল পরম চতুর
প্রবীণ পঞ্চতন্ত্রে,
দীক্ষিত তুমি 'অদ্য ভক্ষ্য
ধনুর্গুণে'র মন্ত্রে।
টক্ আঙুরের ধারনাক ধার,
বোকা ছাগলের শৃঙ্গে বিহার,
সব জ্ঞান তব নিমেষে ফুরায়
শিয়ালমারার মন্ত্রে।

৬

তুমি কুক্কুর বুলডগ্ আর
ব্রাড্ হাউণ্ডের গোষ্ঠী,
কভু বেঁড়ে কভু লাঙ্গুল সনাথ
যাচিছ অন্ন-মুষ্টি।
কভু দীনবেশে চরণে লুটাও,
কখনো কুটিল দন্ত ফুটাও,
বিশ্বাসী প্রভুভক্ত তুমি হে
অল্পেতে তব তুষ্টি।

৭

তুমি হনুমান রামের মিত্র
আমের আবিষ্কর্ত্তা,
মর্ত্তমানের পরম মানদ
পেঁপে ও পেয়ারা হর্ত্তা।
শুনিয়াছ তুমি রামায়ণ গান,
আমি কবিতার কিবা দিব মান,
সব তরু মোর হ'ক ফলবান
পড়ুক তোমার পরতা।

৮

কত নাম লব, মানবে পশুতে
বেশী ভেদাভেদ নাইত,
একই জগৎ-পিতার পুত্র
সে হিসাবে ভাই-ভাইত।
কেহ লভিয়াছে দেবের চরণ,
কেহ লভিয়াছে দেবের শরণ,
আমার দুয়ের কিছুই মেলেনি
ভাবিতেছি বসে তাইত।

জলহস্তীর প্রতি

বিংশ শতাব্দীতে হেতা তোমার আগমন,
একটু যেন অসময়ে একটু অশোভন।
'বিষ্ণুশর্ম্মার' আমলেতে আস্‌তে যদি তুমি,
উঠতো হয়ে সরগরম এই বিপুল জলা-ভূমি।
ভড়কাতো সব আন্‌কো মানুষ যায় না কিছু বুঝা,
হয়ত তুমি পেতে পারতে ঐরাবতের পূজা!

২

হয়ত তুমি ঠাঁই লভিতে রাজহস্তী শালে,
'হবুচন্দ্র মহারাজার জয়পত্র ভালে।
হয়ত তুমি পেতে একটা মহাবনের ভাঁর
অজগরের সঙ্গে মিশে তুলতে হাহাকার।
হ'ল নাক কিছুই তোমার মিটলো নাক সাধ
এমন করে তোমার সনে সাধ্‌লে বিধি বাধ।

৩

দীর্ঘ শোভন দন্ত নাহি নাইক সরল শুঁড়,
দেবতা চড়ার পিঠ নাহিক শক্তি সে প্রচুর।
জন্ম তোমার হোয়েল-হাঙর-বাড়বাগ্নির দেশে
ভুল করেছ হে জানোয়ার অসময়ে এসে।
থাকার চেয়ে যাওয়ায় তোমার কিঞ্চিৎ উপকার
ভাব্‌বে সবে প্রাচীন যুগের জন্তুটা নাই আর।

অথ বিড়াল কথা

বিড়াল বলে উদ্ বিড়াল
শোনো আমার খুড়ো।
নিলাজ মানুষ সামনে বসে
চিবায় মাছের মুড়ো।
চাইতে গেলে কাঁটা
অমনি দেখায় ঝাঁটা,
যা করে হ'ক ও দি'কে বাপ
দিতেই হবে হুড়ো।

২

ষষ্ঠী দেবীর বাহন মোরা
গো বাঘাদের মামা,
শেষ কালে কি এমনি করে
রইব চাপা ধামা!
আমরা ছেলে হিন্দুর
আর খাবনা ইঁদুর
দুধটা জলো পয়সা যে নেই
কিনতে দেশী ভুরো।

৩

দেখিয়ে হায় মৎস্য খাবে
আমরা কোথা যাব।
খাম্‌কা কি ছাই আমড়া আঁটি
আমরা চুষে খাবো।
কণ্ঠী বরং পরে
রেল গাড়ীতে চড়ে।
মাধুকরী মেগে ব্রজের
ধর্ম্মশালায় ঘোরো।

উদ্‌বিড়াল হায় মুচকি হেসে
বল্‌ছে শোনো বাছা,
ওরা চালায় রান্না শুধু
আমার রাঁধা কাঁচা।
আমি চালাই জলে,
তুমি চালাও স্থলে,
মাছের ওরা ছাঁচ পাবেনা
ইলসে গুঁড়ির গুঁড়ো।

৫

বৎস যেমন চলছে যদি
চালাস পূরা দমে,
মৎস্য মরে বিড়াল হবে
বংশ যাবে কমে।
ভবিষ্যতের কথা
চিন্তা করাই বৃথা;
ঝাঝুরি কি হাঁড়ির ভিতর
যা পারি তাই লুড়ো।

এঁটুলি-মঙ্গল

জয়তু এঁটুলি তুমি, ধন্য দেশ থাক তুমি যথা,
স্থিতি তব দীর্ঘ বটে দীর্ঘতর স্থিতিস্থাপকতা।
অতি বড় দীর্ঘশৃঙ্গ হেলেরেও ঘাল কর তুমি
ষণ্ডের পৃষ্ঠেতে ফের পুণ্যে তব পূর্ণ বঙ্গভূমি।
পণ্ডিত প্লিনির চেয়ে তোমারও যে রোম রাজ্যে বাস
নিরেট সজীব ঘাঁটা চিমসে দুরন্ত ইতিহাস।
যীশু ক্রুশে প্রাণ দিল, অকালে গৌরাঙ্গ তিরোভাব
জীবনী শক্তির বটে তাঁহাদের আছিল অভাব।
টিকে থাকা লেগে থাকা এইটাই ক্ষমতার কাজ
হে এঁটুলি দেশটাকে তুমিই শিখালে তাহা আজ।
লাথি কিম্বা শতমুখী পারেনা তোমারে তাড়াইতে
প্রবল তুঁষের ধোঁয়া দেওয়া-ত তোমাকে বল দিতে।
সাঁজালি পাঁজালি দুটী তোমারিত বাড়ায় সৌরভ
নমো নমো হে এঁটুলি গোবৃন্দের তুমিই গৌরব।

সর্ব্বসত্ত্ব-সংরক্ষিত

কীট বলে আমি যেথা সেথা যাই
গুটী পাকাইয়া মরি,
মানুষের লাগি রেশম তসর
গোটা প্রাণ দিয়া গড়ি।
কপাল মন্দ নাহিক সন্দ
কার্য্য কেবলি বেঁধা,
পাতা খাই বটে যেই পাতে খাই
সে পাত করিনে ছেঁদা।

২

পশু বলে আমি বহি নর-নারী
খাটি তাহাদের লাগি,
গায়ের পশম দান করে দিই
প্রতিদান নাহি মাগি।
আবার কখনো বাগে পেলে তারে
ঘাড় মট্‌কায়ে মারি,
প্রাণ নিই বটে ধন মান তার
লইনে কখনো কাড়ি'।

৩

পাখী বলে আমি গান গেয়ে ফিরি
  পিঁজরায় রাখে ধরি,
নির্ব্বোধ নই যত্ন করিলে
  পড়াইলে আমি পড়ি।
সুরটা কিন্তু পাল্‌টাতে নারি
  দিক্ না যতই টাকা,
এ সব স্বত্ত্ব সংরক্ষিত"
  মানুষের তরে একা।

আজগুবি

ভট্টাচার্য্য পড়েছে এক
মুরগী চুরির মামলাতে।
শুনছি নাকি ফাটক হবে
বল্‌ছে যত শাম্‌লাতে।
পক্ষ প্রখর বুদ্ধিমান
দিচ্ছে ক'সে খুব প্রমাণ
গোল্লারা সব লাফিয়ে পড়ে
ফুট রসেরি গামলাতে।

২

সব্যসাচী গিয়েছিলেন
তদন্তে হায় দেখছি যা,
গাণ্ডীব তাঁর তুচ্ছ করে
আন্‌তে ডোমের ডেকচীটা।
সত্য নাকি কাণ্ডটা
মদের মেয়ার ভাণ্ডটা,
হরতে গিয়ে গরুড় পাখী
পারলেনা আর সাম্‌লাতে।

ভাবছ এ সব মিথ্যা খাঁটী
মাটীর ধরায় বুঝবে কে ?
দেখছনা ক দেশটা ভরে
উঠছে কেবল উজবুকে।
সুরভি গাই নিত্য যান,
রুধির ধারা করতে পান,
দেখ্‌লে তারে সেখ আর কাজি
কসাইঁ খানায় হাম্‌লাতে।

উকীলের মর্ম্মী

(Mr. Sampson Brassএর প্রতি, ইনি Dickens' Old Curiosity Shop এর একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইনি উকীল ছিলেন, তাঁহার বংশ এখনো লোপ পায় নাই)

পাঁকাটীর ঠ্যাঙে ইদুঁরের মাথা
চেহারাটী কিবে ডিগমিগে,
Brobdignag Dickenএর দেশে
দেখতে পেলাম এ পিগ্‌মি (Pigmy)কে।
আইনি ব্যাভার গুরু শঠতার,
রঙ ঢঙে বল কম কিহে ?
খাসা কড়কায় চাষা ভড়কায়
গুড় খাই বসে জমকিয়ে।
কাঞ্চন লোভে বঞ্চনা করে
অর্থ ই ভাবে সার মনে,
কণ্ঠের বাঁকা 'হারমণি' গুণে
হাঁড়িচাঁচা যায় হার মেনে।
পিণ্ডি উদোর ঘাড়েতে বুধোর
চাপানো ভাবেনা নিন্দারি.
এক সাথে এযে সর্প শূকর
বর্গী ঠগী ও পিণ্ডারী।

রঘুনন্দন মোক্তারের অভিনন্দন

(একজন হীন শ্রেণীর মোক্তার, দাশরথিকে এক সময় অপ্রতিভ করিবার জন্য বাজে জেরা করেন ; ইহাতে কবি রুষ্ট হইয়া এই ভাবে তাহাকে উত্তর দেন)

ফেরি করা ফড়ে তুমি শুটকী এবং দোক্তার,
দণ্ডবিধির দুপাত পড়ে ছট্‌কে হলে মোক্তার।
আইনের যে মাইন তুমি বেহায়ারি হদ্দ,
পুচ্‌কে আনি মূল্য তোমার পেচী মাতাল বদ্ধ।
প্রাইমারী ফেল নাইক ভাল বর্ণমালার জ্ঞানটা,
জিভ্‌টা তোমার দরাজ বটে অধিক দরাজ কানটা ।
খোস্তা খেকো দন্তবিহীন বৃদ্ধ ঢোঁড়া সর্প,
কামড়াতে চাস বিষটা কোথায় বৃথায় রে তোর দর্প ।
শিবের গায়ে ফেলবে থুতু কে আর তুমি ভিন্ন,
চড়াই চেয়ে জিতেন্দ্রিয় কেঁচোর চেয়ে ঘৃণ্য।
নর নহ হে বানর তুমি অধিক কি আর বলবো,
ময়লা-বহা মোষের ঘাড়ে বৃথায় ঘৃত ডলবো ।
সময় পেলে জিভ্‌টা এবং কাণটা তোমার মাপবো,
কাণমলাটা খেলাৎ দিলাম যেটা তোমার প্রাপ্য।

অপূর্ব্ব সৌভ্রাত্র

"প্রাণাধিক ভাই মেল চোক মেল বারেক কলম ধরি,
আমি দাদা তোর এনেছি কাগজ দাও নাম সই করি।"
দারুণ বিকারে ঘুমায় বিঘোরে যুবা এক সুকুমার,
পাশেতে বসিয়া কাঁদিছে তরুণী প্রিয়তমা প্রিয়া তার।
ডাক্তার হায় দিয়াছে জবাব কোনো আশা নাহি আর,
অবকাশ লয়ে এসেছে দেখিতে স্নেহময় দাদা তার।
গ্রামেতে দারুণ উঠিয়াছে শোক সব চোখে আঁখি-নীর,
বড় ভাই শুধু দারুণ বিপদে সাধুর মতন স্থির।

২

কোনো আশা নাই বলেছে সকলে কাঁদিয়া কি ফল আছে,
কাগজ কিনিয়া অতি সত্বর গেল উকীলের কাছে;
জীবন-মরণ ধরণীর গতি, পুরাতন-বাস-ছাড়া,
অবুঝ মানবই বিধির বিধানে হয় রে আত্মহারা!
গলেতে ধরিয়া তুলসীর মালা, শিরেতে ধরিয়া টিকি,
ক্ষণিকের লাগি এমনি বিভল ভকতে সাজায় একি?
বাঁচিবে যদিন রাখিতে হইবে বিষয় আসয় বুঝি',
নয়ন মুদিলে সকলি আঁধার হরিনাম শুধু পুঁজি।

৩

ঘরের লক্ষ্মী আদরের ধন দুখিনী ভ্রাতৃজায়া,
বাপের গৃহেতে যাইতে দিব-না কাটায়ে মোদের মায়া।
পিতা যে তাঁহার বিষম বিষয়ী ভ্রাতা যদি যায় মরে,
ক্ষুদ্র বিষয় অচিরে লইবে চুল-চিরে ভাগ করে।
কাজেই অগ্রে সাবধান হওয়া বিজ্ঞ জনের কাজ,
ভ্রাতার সহিটা করাইয়া রাখি উহাতে নাহিক লাজ।
প্রাণের সোদর তাহার রমণী থাকিতে বিষয় মোর,
যাবেকি উপোস ? তাহারি যে সব, ঝরে পড়ে আঁখিলোর।

৪

মুমূর্ষু ভাই সহি করি দিল সাক্ষী হইল কেহ,
বাক্সে দলিল বন্ধ করিয়া উথলে ভ্রাতার স্নেহ।
কাঁদিয়া লুটায়, "ভাইরে, ভাইরে আমি দাদা আগে মরি,
তুমি-হারা হয়ে শূন্য জগতে রহিব কেমন করি।
ভবনের কোণে পাষাণ প্রতিমা তখনো বুঝেনি কিছু,
স্বামীর জীবন ভিক্ষা মাগিছে মাথাটী করিয়া নীচু।
হরির শ্রবণে তাহার মিনতি পশিতে হলনা দেরী
বিকারের ঘোর দুদিনে কাটিল চেতনা আসিল ফিরি।

৫

লভি আরোগ্য দলিলের কথা শুনে যবে ছোটভ্রাতা,
বারেকের তরে ফুটিলনা মুখে একটিও কোনো কথা।
ত্যজি ঘরবাড়ী গেল সে বিদেশে ব্যবসায়ে হল ধনী,
প্রবাসী হইল সে দিন হইতে গ্রামের নয়ন-মণি।
বড় ভাই বলে গ্রামের বিষয় এসো লবে ভাগ করি,
বলিল অনুজ, "দিনু আপনাকে নিজেই কলম ধরি।
একই জীবনে নূতন জীবন লভিয়াছি আমি দাদা,
ও-পোড়া জমির পূরা লও তুমি চাহিনাক আমি আধা।"

বিপত্নীকের বিয়ে

শ্রাবণের গগণেতে
ডাকে মেঘ দুর্ দুর্,
বিরহীর হিয়া হয়
বিরহেতে ভরপুর্।
ছবি আজ প্রাণ পায়
মূক গায় গীত যে,
চিরদিন প্রণয়ের
প্রণয়ীর রীত এ।
বলেছিলে দাবানল
জ্বলছিল বক্ষে,
লাভা যেন ঢালছিল
আভাহীন চক্ষে,
এত আহা, এত উহু
এত স্মৃতি, হা-হুতাশ,
ঘুচে গেল মুছে গেল,
নাহি যেতে দুটো মাস!

মনে যদি ছিল সখা
সেই লোক হাসাবে,
জীবনের ভাঙ্গা টবে
রাঙ্গা গাছ বসাবে,
মনে যদি ছিল সখা
পুরাতন খাঁচাতে,
খঞ্জনা কিনে এনে
হবে পুন নাচাতে ?
মনে যদি ছিল প্রিয়
চাই ফিরে মরালী,
তবে কেন গড়া শোক
এত দূর গড়ালি ?
বক ছিল চুপ করে
আঁখি জলে দাঁড়ায়ে,
ওই দূরে চলে যায়
মীন রাণী ঘাড়ায়ে ?
গাঁটকাটা গাঁটছড়া
লোকে ভাল বলে কি ?
ভাল বলে ছলনা-টা
ছালনার তলে কি ?

হংসেতে চাপি পুনঃ
চড়িবে কি ময়ূরে ?
জানো তুমি ছলা-কলা
বহুরূপী বঁধু রে।
আজ দেখি মুখে তব
হাসি আর ধরে না,
ম্লান তার মুখখানি
মনে আর পড়ে না।
আঁটিছ নূতন ছবি
পুরাতন ফ্রেমে হে,
দেখে আমি কেঁদে মরি
ধিক্ তব প্রেমে হে।

হোলকার-হুল্লোড়

মমতাজ লাগি তাজ হারায়েছি
মিলারের লাগি মিলিয়ন,
আমি Brahmin Bull হয়ে ফিরি
কাজ নাই মোর bullion.
ইন্দোর আমি তোমরা জানতো
কাছাকাছি বটি ইন্দ্রের,
দুটী চক্ষুতে ভুলায় যে মোরে
হাজার চক্ষু নিন্দের।
'হেলেন' হরিয়া 'প্যারিস' অমর
চিনেছে ভদ্র ইতরে,
'পদ্মিনী' কোথা 'আলা'র আলোয়
চিতায় বেড়িল চিতোরে।
রূপের জহুরী রূপা চেয়ে আমি
দামী মনে করি রূপসী,
চাঁদি পেয়ে চাঁদে ভুলেনা চকোর
তার চেয়ে ভাল উপস-ই।
শত বরষের পরে আমাদের
কথা ভাবিবে-না কেহ-ত,
মাটী ও আগুণে মাটী হয়ে যাবে
এত আদরের দেহ-ত!

যতক্ষণ মেঘে আছে রামধনু
নাচি ততক্ষণ পুলকে,
ফোটা ফুল লয়ে খেলা করে যাই
যা বলে বলুক কু-লোকে।
তপসী হইয়া চলিতে নারাজ
সাধু-স্বরগের সড়কে,
রাজি আছি আমি জীবনে মরণে
নারী সহ যেতে নরকে।
প্রেম বল আর লালসাই বল
আমি পতঙ্গ ধরাতে,
রূপের আগুণে পুড়িয়া মরিনু
এ মোহ নারিনু এড়াতে।
অবোধ হরিণে রূপ-মরীচিকা
ঘুরায়ে মারিল মরুতে,
রাঙা হিন্দোলা দানি দিল দাগা
মড়ক আনিল তরুতে।
রূপ কুহেলিকা গোলক ধাঁধয়ে
ফেলেছি নিজেরে হারায়ে,
পতিতপাবন তোল এ পতিতে
দূরে আর কেন দাঁড়ায়ে।

মিস্ মেয়োর মর্দ্দানী

(এই মার্কিণ স্ত্রীলোক হিন্দু-নারীর এক বিকৃত-কল্পিত-জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে)

'ভারত-মাতা' নয়ত ওটা
তোমার মাথা-মুণ্ডু,
তামাক টানো সবাই জানে
দেখছি টানো চণ্ডু।
বাদাবনের চিড়িং দেখে
মৎস্য পুরাণ ফেললে লিখে,
যোগের কথা কইলে তোমায়
পাটের হাটের 'কুণ্ডু'।

২

বেদের বাড়ী মরলে ঘুরে
বেদ ও পুরাণ বুঝতে,
ধাপার মাঠে তোমার ভ্রমণ
ধূপের ধোঁয়া খুঁজতে।
বইলে শুধু ভূতের বোঝা
নর্দ্দামাতে মুক্তা খোঁজা,
সেওড়া গাছে বৃথায় গেলে
দেবদেবীদের পূজতে।

৩

গৃধিনী পায় নাসায় কেমন
মজ্জা মেদের গন্ধ,
কোথায় পাবে হোমের সুবাস
ফুলের মকরন্দ।
মেছুনী হায় যাক না যেথা
শুটকী মাছের কইবে কথা,
অধিকারী ভেদ বুঝিয়া
করবো না আর দন্দ্ব।

৪

আমেরিকা এবার থেকে
হেতায় হবে ধন্য,
তোমার এবং র‍্যাটল সাপের
জন্মভূমির জন্য।
পাখীর মাঝে দেখ্‌লে ফিঞে
ফলের মাঝে দেখলে ঝিঞে,
আবর্জ্জনাই তোমার চোখে
নেবার মত পণ্য।

চড়াই-চর্পটী

(মহাকবি জয়দেবের কোনো এক নিন্দুকের প্রতি)

শুকের নামে দুখেই চটো

সারীর নামে রাঙাও আঁখি,

জয়দেবেরে জয় দিও না

জিতেন্দ্রিয় চড়াই পাখী!

স্বভাব যে হায় যায় না মলে

হয় না তরু বেঙের ছাতা,

শূঁয়া পোকা দেয়না রেশম

খায় যদি সে তুঁতের পাতা।

সার ডোবাতে দুধ নালিলে

কাদাই যে হয়, হয় না ছানা,

যজ্ঞ-হবি সেই কারণে

জীব-বিশেষে দিতেই মানা।

ঘেঁটু বনের ঘুঁটকে তুমি

আপন মনে চেঁচিয়ে মর,

কুহু শুনে কাজকি বাপু

কিচি-মিচির ভাষ্য গড়।

———

দৈত্যের দুঃখ

গিরি-চূড়া ভাঙ্গি আমি, গিরি দরী লঙ্ঘি
ধ্বংসের আমি চির-সঙ্গী,
লালসের বিলাসের লীলা আমি জানি ঢের
নিতি মোর নব নব ভঙ্গী।

২

মন্থনে বাসুকীর ফণা ধরি জাপ্‌টী
বুকে সই সাহারার তাপ্‌টী,
নীল-বিষ পান করি জানিনে কি গান করি
মানিনে-ক পুণ্য কি পাপটী।

৩

নিয়তির ক্রীড়নক অবিবেকী অন্ধ
কংস ও আমি জরাসন্ধ,
যেই পথ দিয়া যাই রচে যাই সুধু চাই
ভাঙ্গিতেই লভি যে আনন্দ।

৪

ভাঙ্গিতেই পটু আমি পারিনাক গড়তে
মরিতেই আসিয়াছি মর্ত্তে,
সুষমার ঘটগুলি খালি করে পদে দলি
সুধা দিয়ে পারিনাক ভরতে।

৫

চলে যাই হাসে লোকে বামে আর ডাইনে
ঝোঁকে আমি কোনো দিকে চাইনে,
ভয়ে কেহ করে পূজা ঘৃণা করে যায় বুঝা
সবই পাই ভালবাসা পাইনে।

দৈত্য ও পরী

ভয় দেখিয়ে সম্মান আদায় করা
দৈত্য-মশায় কেমন করে চলে,
ফুল ফোটানো বোঁটায় আঘাত দিয়ে
সফল কভু হয় কি ধরাতলে !
সাপকে এবং বাঘকে করি ভয়
খেপা কুকুর দেখলে পলাই যারে,
সম্মানী যে নয়ক অধিক তারা
জন্তু হউক বুঝতে তবু পারে।
কষ্ট যে জন অন্যে দিতে পারে
সেই যদি হয় তাহার চেয়ে বড়,
এমন ভীষণ কণ্টক হায় ফেলে
ফুলের আদর তোমরা কেন কর ?
দন্ত দেখায় উচ্চে বসে বানর
উড়ো বায়স অনেক কিছু করে,
কইত দেখ সুদূর অতীত থেকে
আদর আহার করছে নাক নরে।

পীড়ন করা কাজটা প্রাচীন অতি
তাতে কিসে তারিফ্ পাবে তুমি,
শিশুপাল ও কংস আদির কথা
ভুলেনিত আজও ভারত-ভূমি।
তাহার চেয়ে হওনা ভাল নিজে
হিংস্র স্বভাব ত্যাগ করিয়া ফেল,
অমৃতময় উঠবে হয়ে ধরা
গরল খেয়েই প্রাণ যে তোমার গেল।

কবি-অভিমানী

না ছাপায়ে পদ্য আমার
  পত্রিকারি মুখপাতে,
পদ্য দিলে অন্য কবির
  (বুঝি) অহিফেণের মৌতাতে !
কি গুণে তায় প্রথম দিলে
  কৈফিয়ৎ দাও এক্ষণি,
কষ্টে আমার ওষ্ঠ কাঁপে
  দষ্ট হের সৃক্কণী !

২

ষণ্ড-আমি সমালোচক
  গোময় মাথা-পুচ্ছেতে,
প্রতিভারেই ঝাপটা মারি
  তৃপ্ত তৃণ গুচ্ছেতে।
গদ্য এবং পদ্য আমি
  লিখেই চলি হরদমে,
হিংসা-ছালা বহেই চলি
  পড়িনা কই কর্দ্দমে !

৩

কাব্যে আমার ভাবের অভাব
  ব'র্ণ্বে আছে ঝন্‌ঝনি,
জমায় আসর ফাটা কাঁসর
  আমার ভাঙ্গা খঞ্জনী।
বুঝলে না-ক' কাব্য আমার
  দেশের যত বর্ব্বরে,
ভক্ত আমি রক্ত তাদের
  ঢাল্‌বো দ্বেষের খর্পরে।

সোলার সাপ

সুমুখে ওটা কি   চমকিয়ে দেখি
    কামড়াবে নাকি ফোঁস ক'রে,
কি ভীষণ ইস্   এ-যে আশীবিষ
    মুখে পা দিতাম হুস্ করে।
কাছে গিয়ে দেখি   আরে ছি ছি একি
    ফণা গড়া এর অভ্-ভরে,
সোলা দিয়ে গড়া   দেহ রঙ করা
    ঘাবড়ায় যত বর্ব্বরে।
বাসুকী এ নয়   করিয়ো না ভয়
    ধরে না ধরণী মস্তকে,
রয়না এ হরি   বেষ্টন্ করি
    নীলকণ্ঠের হস্তকে।
নারায়ণ লাগি   রচে না শয্যা
    লাগে না সাগর-মন্থনে,
হউক ভয়াল   নাহি-ক' ক্ষমতা
    গলে নাগপাশ বন্ধনে।

লখিন্দরের লোহার বাসরে
নাহি-ক' যাবার শক্তি রে,
'মনসা-ভাসানে' এর গান কেহ
গাহিবেনা করি ভক্তি রে।
জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞে
ইহারে কেহই ডাকবেনা,
গরুড় কখনো এ গড়া সাপের
ঘরেরও খপর রাখবেনা।
নকুল ইহারে করবেনা তাড়া
শিখী কাছে এর ভিড়বেনা,
সাপুড়েও হায় ভেঁপু বাজাইয়া
এরে কাঁধে করে ফিরবে না।
ডমরুর রবে নাচে না এ অহি
হলাহল নাহি দন্তে রে,
ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িতে হয় না
বিষ রোজাদের মন্তরে।
যত পারে আহা ছো মারুক ওটা
খেলাক্ উহারে উচ্‌কিয়ে,
ও-ফণা ভাঙিতে চাহিনে যন্ত্র
আপনিই যাবে মচকিয়ে।

কল্পনার আলপনা

ভাবছ তুমি দেশটা নিয়ে
নূতন কিছু করবে,
এক ছাঁচেতে গলিয়ে ঢেলে
নূতন কিছু গড়বে।
ভাবছ তুমি দেশটা গোটা
ধরবে হঠাৎ চিমটা লোটা,
কিম্বা সবাই এক সাথেতে
কল্‌মা কোরাণ পড়বে।
বলছে বিধি নয় তা' শ্রেয়
নয়ক' তাহা কাম্য,
এক ক্ষুরেতে শির মুড়ানো
নয়কো সেটা সাম্য।

২

ভাবছ তুমি একটা দিনে
উঠিয়ে দেবে পর্দ্দা,
ভাঁজবে সবাই মোহন সুরে
এক সাথে সরফর্দা।

ভাবছ নূতন কুম্ভযোগে
মিলবে সবাই মালসা ভোগে,
এড়ণ্ড আর অশথ-বটে
এক টবেতে ভরবে।
বলছে বিধি নয় তা শ্রেয়
নয়ক' সেটা কাম্য,
এক মুখোসে সঙ সাজিলে
হয় না সেটা সাম্য।

৩

পাহাড় এবং ঢিপি-ঢিলায়
সমান করা শক্ত,
আছাড়ি' শির পাষাণ 'পরে
বাহির করা রক্ত।
থাকবে অসি, থাকবে বাঁশী
থাকবে হেতা কান্না হাসি,
কোকিল এবং বাস্তু ঘুঘু
সমান ভাবে চরবে।
থাকবে পাখী নানান্ রকম
হাজার মাথা খুঁড়লে,
হয় না তাদের সমান করা
এক খাঁচাতে পূরলে।

৪

থাকবে টিকি থাকবে দাড়ী
হ্যাট কি টুপী পাগড়ী,
উর্দ্দু তামিল বাঙলা বুলি
ইংরাজী ও নাগরী।
থাকবে 'ললিত' থাকবে 'বিভাস'
'বেহাগে'র সে করুণ আভাষ,
নয় খেয়ালের গণ্ডগোলে
শান্তি খানিক হরবে,
থাকবে ফুলের প্রভেদ নানা
বর্ণে এবং গন্ধে
খুঁজতে হবে সবার মাঝে
সেই সে মকরন্দে।

৫

লক্ষ ভাষা খুঁজছে যেমন
নিত্য কেবল জ্ঞানকে
ধর্ম্ম নানা তেমনি খোঁজে
এক-সে ভগবানকে।

মন্দিরেতে তাঁকেই পূজো
মসজিদেতে তাঁকেই খোঁজো,
প্যাগোডা কি গির্জ্জাঘরে
তাঁকেই কেবল ব'রবে,
থাকুক ফুলের প্রভেদ নানা
হয় না তাহা নষ্ট,
তবু মিলন-সূত্রে তারে
গাঁথতে নাহি কষ্ট।

৬

বাঁধতে হবে মিলন-রাখী
ভিন্ন-ভেদের মধ্যে,
বাঁধবে ভাবে ছন্দ নানা
একই বিরাট পদ্যে।
থাকুক গ্রহে নানান জ্যোতি
অযুত বরণ, অযুত গতি,
সবাই মিলে এক সাথেতে
নিশার আঁধার হরবে।
মার্কা মেরে উঠিয়ে দেওয়া
বিশিষ্টতার চিহ্ন,
চলবে না-ক' অন্য কোথাও
পাগলা-গারদ ভিন্ন।

শিমুলের ঢেঁকী

(এটা যেমন অসার তেমনি অবিশ্বাসী—যেমন ভীরু তেমনি মিথ্যাবাদী)

শিমুলের ঢেঁকী—
কোটে না-ক' চাল কি চিড়া।
সঙ এটা নেকি!
বুদ্ধি' কি মোটা
আঁশ-কলাই আঁটা
ভিতর ফাঁপা হঠাৎ আমার
ভুল হ'।

২

কোন্ কাজে লাগে—
যব মাড়িতে পারবে কেন
এই বোকা ছাগে?
ঘুন-খেকো বাঁশে
ভার কভু আসে
খালসা শিখের কুর্ত্তি গায়ে
বানর অভাগে!

৩

ইদুঁরের পালে—
কামড়ে খেলে জীবন্ত এ
কাঠের বিড়ালে।
কাগজের হাতী
দাঁতের কি ভাতি
অলক-তিলক কে দিলে তার
ফাটা কপালে।

এই গাধা ওরে—
অশ্বমেধের যজ্ঞ-তুরগ
হয় কেমন করে?
আর কারে তুষি
কালপেঁচা পুষি
কনক নূপুর পরালেও
পেখম কি ধরে?

গবেষণার তদন্ত

গোবর-গণেশ এসেছিলেন
 গবেষণার তদন্তে
তর্ক হ'লো মৌমাছিরা
 রুদন্তি কি মোদন্তে।
শুনছি তিনি মুগ্ধবোধে
পান করেছেন দুগ্ধ-বোধে,
ভাষ্য প'ড়ে হাস্য করেন
 আপন মনে অ-দন্তে।

২

মনুর সাথে হনুর তিনি
 মিল পেয়েছেন অনেকি,
সকল সময় সকল জিনিষ
 রয় মণীষার মনে কি?
পড়েছিলেন পঞ্চদশী,
পঞ্চাধ্যায়ী রাসের ফুঁসি,
পঞ্চতন্ত্র পড়েই বটু
 পটু হলেন বেদান্তে।

৩

সত্যেরি হায় স্তিমিত শিখা
তোমরা পার কি কর্ত্তে,
গুব্‌রে পোকা নিভিয়ে দিয়ে
চলে গেলেন নেপথ্যে।
'ভাঁজো' পেয়ে দুধের কড়ি,
'বেণা'বনের পথটী ধরি,
চলে গেলেন ধন্য করি
মিথ্যাবাদী মদ্দক্ষে!

কোষ্ঠীর রাজা

কেন্দ্রেতে রবি তার, শনি-গ্রহ মিত্র,
কোষ্ঠীতে দেখ ভাবী ভাগ্যের চিত্র।
তলোয়ার হবে তার সাত হাত লম্বা,
নর্ত্তকী হবে এসে উর্ব্বশী-রম্ভা।
হাতী ঘোড়া হবে তার, হবে তার কিস্তি;
আসিবেন জলাধিপ কাঁধে লয়ে ভিস্তি।
এক সাথে দিলে সায় গণকের গোষ্ঠী
রাজা তারে করে দেবে কাগজের কোষ্ঠী।
হবু রাজা দাবা ঝড়ে টিপিতেই ব্যস্ত,
হেমতরী কাগজের বন্দরে ন্যস্ত।
ভাষা দিয়ে আশা দিয়ে কে করিল ভঙ্গ,
রাজাসন উবে গেল ক'রে একি রঙ্গ।
রে গণক জুয়াচোর! মধু হ'ল নিম্ব—
অশ্ব যে পলাইল রেখে তার ডিম্ব!

দে'র দানসাগর

'দে-দে' ব'লে দোর ভেঙ্গে দেয়

কাবলীওলার দোস্ত সে,

কারবারী সে ন্যস্ত টাকার

ব্যবসাদারও মস্ত সে।

হস্ত পেতে র'য় সে বসি,

তাগিদ পাঠায় অহর্নিশি,

বঙ্গভাষার রঙ্গভূমে,

ফকির জবর-দস্ত সে।

২

বর্ণমালার অগ্রদানী

ভাট-ভিখারী সাহিত্যের,

শব্দ-মরুর এই বেদুইন

ধার ধারেনা দায়িত্বের।

নকীব-সম দিন ফুকারে

চায় সদা চায় যারে তারে,

কূর্ম্ম-পুরাণ হয়নি লেখা

উহার পূরা মাহাত্ম্যের।

৩

ভাষার ভীষণ ভস্মলোচন
দর্পণে নাই দৃষ্টিটা,
আকাঙ্ক্ষা তার গ্রাস করে ভাই
গ্রাস করে এই সৃষ্টিটা।
'মুঁই ভুঁখা হুঁই' বলছে জোরে
দে বামা, দে মানুষ দেরে,
রুধির সাথে চামুণ্ডা চায়
চাল কলা আর মিষ্টিটা।

৪

এমন দে'র দানসাগরে
হস্তি ঘোড়া মিলবে কি,
হার ভাঙ্গা 'দ'র ডাগর পেটে
জোয়ার ভাটা খেলবে কি?
দানব দে'র-ই বংশ ও-টা
ইচ্ছা উহার স্বর্গ লোটা
হস্তে লোটা এই দরবেশ
'দেলায়-দে-রাম' ভুলবে কি ?

চোর-কাঁটা

কি ল্যাটা তুই চাস লাগাতে
চোর-কাঁটা মোর বল্‌রে,
প্রকাশ করে বল আমারে
আর ছেড়ে দে ছলরে।
ছুট্‌ছি আমি কাঁটার বনে,
তোর ফোটাটাই জাগছে মনে,
রোপণ করা হাতের ফশল
নাই গোপনে ফলরে।

২

প্রথম দেখে ভেবেছিলাম
কতই পাব সৌরভ,
কণকচুরের বোয়ালি তুই
হ'বি মাঠের গৌরব।
নয়ত হ'বি দাদখানিরে,
'দুধ-কলমা'র আধখানিরে,
ন'স্‌ শ্যামা ঘাস তোর মূলেতে
বৃথায় সেচা জলরে।

৩

অন্ততঃ তুই দূর্ব্বা হলে
পেতাম আশীষ কর্ত্তে,
'মুতা' হলে পে'ত না হয়
গোধনগুলা চরতে।
এ দুঃখ আর কারে বা কই,
শেষে হ'লি চোর-কাঁটা তুই,
ভাবতেও হায় আজকে আমার
নয়ন ছল-ছল রে।

ভীম

হে বৃকোদর তুমি-ই এসো
আজকে তোমায় বরণ করি,
বঙ্গভূমির যাজ্ঞসেনী
কাঁদছে তোমায় স্মরণ করি'।
বিরাট পুরের অজ্ঞাত-বাস,
আনুক নূতন আলোর আভাস,
আজকে এসো ভয়াল দয়াল
শঙ্কা নারীর হরণ করি'।

২

বুক ফুলায়ে বেড়ায় কীচক
নিত্য উপ-কীচক সাথে,
ললনা-কুল লাঞ্ছিত আজ
যেথায় সেথায় পশুর হাতে।
এসো তুমি হে নির্ম্মম,
অজার দলে বৃকের সম,
লম্পটেরা লুটাক্ ধরায়
গদাঘাত আর পদাঘাতে।

৩

রুদ্র এসো অনাচারী
মন্মথেরে মথন করো,
ঘৃণ্য পাপের রাজ্যে তুমি
পুণ্যে পূন বোধন কর।
ভাঙ্গো দুর্য্যোধনের উরু
ভণ্ডকে দাও শাস্তি গুরু,
দুঃশাসনের শোণিত-ধারায়
ধরায় তুমি শোধন কর।

পশু-পঞ্চবিংশতি

মুগ্ধ হয়ে বলছে ভেড়া ডাকটী শুনে গাধার
ওস্তাদী ওই কালোয়াতী কণ্ঠ শোনো দাদার।

ছাগল বলে সিংহে পেলে চাঁটিই মারি আমি
কোথায় দাড়ি ? মেয়ের মত চুল রাখা ঝাঁদরামি।

৩

কইছে বিড়াল কুরঙ্গেরি পাছে পিছন ফিরি
ওতেই গরব আ-মরি ও চোখের কিবা ছিরি।

৪

হাড়গিলা কয় টিয়ার দেহ বেয়ারা যে বড়
কিবা গলা একেবারে ঘাড়ে মুড়ে জড়।

৫

ভালুক বলে নৃত্য ক'রে হয় না সুখী মন
অরসিকের মধ্যে এযে রসের নিবেদন।

৬

উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বলছে কাকের পাল
চুপ কর ভাই চুপ কর ভাই আজকে হরতাল।

৭

পঙ্গপাল কয় বসে খেতে দিচ্ছেনা ত কেহ
কাজেই এখন আমাদিগের ধর্ম্মঘটই শ্রেয় ।

৮

পাউযেরি মীন শুনিয়া মেঘের ডুরু ডুরু
বলছে হউক 'আড়া'র সাথে সত্যাগ্রহ সুরু ।

৯

গৃধ্র এবং শকুনি চিল ভাগাড় হয়ে পার
খসড়া রচে অহিংসা ও শান্তি স্থাপনার ।

১০

মেড়ায় মেড়ায় লাগলো লড়াই নেকড়ে হেসে ক'ন
আয় তো'দিকে শিখিয়ে দিই স্বায়ত্ব-শাসন ।

১১

বোল্‌তা বলে ভীমরুলেরে চলছো কোথা মিতে
মিতে বলেন Anti-Venom ইঞ্জেকসন দিতে ।

১২

শকুনি কয় ইচ্ছা ছিল চন্দ্র-লোকে যাবার
ফেলে গেলাম দূরবীণটা তাই নামতে হলো আবার ।

১৩

ঝিঁ ঝিঁ সুধায় শশক কেন কাণটা খাড়া করে
শশক কহে 'রেডিও' গান হচ্ছে আমার ঘরে ।

১৪

বৃদ্ধ চিতা-ব্যাঘ্র দেখে মেষের শিশু তাজা
বলে স্নেহে বুক ভরিলি আয়রে কাছে বাছা।

১৫

ভেক বলিছে সাপ মরিলে করি' জীবন-বীমা
করতে যাব এবার আমি ব্রজ-পরিক্রিমা।

১৬

ভোঁদর বলেন মৎস্য তাও সৃষ্টি করেন ধাতা
আকাশ হতে ছোঁ মারে চিল একি নৃসংশতা।

১৭

নড়তে নারে ধলা কুকুর বলছে হাতী দেখে
ঘাস-খেকো জীব প্রাণটা নিয়ে পালা এখান থেকে।

১৮

জলহস্তীটী রাজহস্তীরে ডেকেই ধীরে কন
তোমায় দিলাম ভারত, রেখে এ হ্রদ দ্বৈপায়ন।

১৯

কাছিম বলে মনে পড়ে কূর্ম্মপুরাণ লেখা
দুঃখে নিজের আড়ালে রই, দিই-না বড় দেখা।

২০

বরাহ কয় ধরেছিলেন এরূপ ভগবান
কি ঘোর কলি, আমারও আর নাইক সে সম্মান।

২১

পাণকৌড়ি কয় শিখী বেড়ায় লেজের গুমর করি
ইচ্ছা করে লজ্জাতে এই জলেই ডুবে মরি।

২২

মাছ-রাঙ্গা কয় চতুর্দ্দিকে পবিত্রতার অভাব
ধর্ম্মে-কর্ম্মে ঘন ঘন স্নানটা আমার স্বভাব।

২৩

মৎস্য ধরে আনন্দেতে শুশুক ডেকে বলে
ঢালছি দেহ মরণটা হয় যেন গঙ্গার জলে।

২৪

হংস কহে গরুড়পাখী কিসের কর গুমর
আমার পাখার আঁচড়েতে নরকে করি অমর।

২৫

কোকিল বলে বাবুই তুমি শিল্পী চমৎকার
বাবুই বলে প্রাণের কবি লওহে নমস্কার।

কবি ও নায়েব

(একজন বড়ষ্টেটের নায়েব অহঙ্কার ভরে একজন-কবিকে চাকুরী ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। কবি এক্ষণে ধনে মানে দেশ-বিখ্যাত, নায়েব নগণ্য।)

কবি যখন কাব্য লেখেন নায়েব লেখেন থোকা
নায়েব ভাবেন অলস তারে, কবি ভাবেন বোকা।
কষ্টে কবি কাব্য ছাপেন রিক্ত ঝুলি ঝাড়ি
নায়েব তখন গয়না গড়ান দমে বেজায় ভারী।
কবি দেখেন ফুলের স্বপন, নায়েব ভাবেন টাকা
মাইনে চেয়ে পাওনা বেশি, কাব্য সুধা-মাখা।
কবি করেন পুষ্ট হৃদয় নয়ন-জলে প্রেমে
নায়েব বিবেক তুষ্ট করেন তোষামোদে হেমে।
প্রবলেরই মেষ তিনি যে, দীনের ফণি-ফণা
উৎপীড়িতের বন্ধু কবি, হয় না বনি-বনা।
কবি তারে সদয় হ'তে নরম হ'তে বল্লে
মোষের পিঠ যে হয় না নরম যতই ঘৃত দলে।
ঘুটিং থেকে রস নিঙাড়ে কোথায় এমন কল ?
কবির কাতর সব মিনতি যায় যে রসাতল।
নায়েব শেষে কবির সাথে জুড়লে আড়াআড়ি
ফিঙের সাথে স্ব-ইচ্ছাতে কোকিল গেল হারি।
কচ্ছপেরা ঘাড় নাড়িল ভেক লাগাল গীত
ব্রজবেণু হার মানিল পাঁচনটারি জিৎ।

প্রকাশ

হে ভগবান ধন্য তুমি

সাবাস্ তুমি সাবাস্,

আজকে পেলাম অপ্রকাশের

প্রকাশ হবার আভাস।

রাঘব বোয়াল টোপ গিলে হায়,

ডুবলো কবে মাঝ দরিয়ায়,

আপল রূঢ় জানিয়ে দিলে

গুপ্ত তাহার আবাস।

২

এক খেয়াতে পোড়লো বাঁধা

বাছাই বাছাই শঠ,

'গাইফকসের' গোষ্ঠী-গোটা

গান-পাউডার, প্লট।

বাজলো হঠাৎ শিবের শিঙা

আসলো উড়ে দারুণ ফিঙা,

বৃথায় রে আর মাকড়সা তুই

জালের কাছে লাফাস্।

তুঁষের ধোঁয়া

তুলে নাও এঁকাজাত ঝেড়ে নাও পাঁজালি
আর বেলা পড়ে এলো বৃথা কর পা-চালি,
স'রে নাক যেতে মন
নিঃশ্বাস ঘনে ঘন,
হায় ভরা বরষার নিয়ে যায় হেঁজালি।

২

ক্রন্দন কেন আর বিনাইয়া ছন্দে
দিন যত বড় হ'ক হবে তার সন্ধ্যে,
ঢেঁকী তুমি বোকামির
তোষামুদী নেকামীর,
চলে যাও কাঁদে লুটী চকমকী চাঁচালি।

৩

আইনের অপচার হে পেটুক অজগর
ভণ্ডের ভাস্বরক বুদ্ধির নাহি ঘর,
যাও রাহু শনি হে
দিন এত গণি হে,
ভূত যাও প্রেতভূমে জ্বাল গিয়ে সাঁজালি

আমার ঠাঁই

যারা নেহাৎ ঘুমায় জেগে,
মুখে সদাই বাদল লেগে,
হাওয়া খেতে হাস্ত যাদের
হাতায় নাহি যা'ন,
ঘুরছে মঘা যাদের কাছে,
ত্র্যহস্পর্শ লেগেই আছে,
কুটিলতায় করকচে আর
দরকচে সব প্রাণ,
হে ভগবান হয় না যেন তাদের মাঝে স্থান।

২

যাদের বুকে আলোয় জলে,
ফুল ফোটে না, ফল না ফলে,
শিয়াল কাঁটায় ভরা যাদের
মরা মরুদ্যান,
কাঠ্‌ঠোকরা যাদের মিতে,
পেচক ডাকেন হুলু দিতে,
ডোকরাতে আর ঠোকরাতে হয়
জীবন অবসান,
হে ভগবান হয় না যেন তাদের মাঝে স্থান।

৩

ফন্দী যেথায় আঁটছে সবে,
ঘুর্‌ছে সদাই কি মতলবে,
লেজের বহর হয় যেখানে
তেজের পরিমাণ।
নিরেট যত বোকার বাথান,
নিন্দা রটান লোককে মাতান,
নাই-ক' গোঁটা লোটা-লোঁটা
যাদের দুটা কাণ,
হে ভগবান হয়না যেন তাদের মাঝে স্থান॥

যদি

যদি তুমি বশে রেখে দিতে পার
চঞ্চল তব চিত্তকে,
ন্যাস বলে যদি ভেবে নিতে পার
তুমি তব সব বিত্তকে,
সন্তোষে যদি বহে যেতে পার
হয়েছে যে ভার-অর্পিত
সন্তোষে যদি বহিরন্তরে
নাহি হও তুমি গর্ব্বিত,
প্রেমে আপনার করে নিতে পার
যদি এ নীরস পৃথ্বীকে
বিফলতা মাঝে বরে নিতে পার
যদি চিরাগত সিদ্ধিকে,

২

সমভাবে যদি সহে যেতে পার
তুমি সম্মান লাঞ্ছনা
বঞ্চিত হয়ে যদি তুমি কভু
অপরে না কর বঞ্চনা,

ভোগে উন্মুখ ত্যজে উদ্‌গ্রীব
সত্যেতে চির-বিশ্বাসী
ধরণীর রস মধুপের মত
যদি নিতে পার নিঃশেষি',
অভাবেও যদি ভাবের অলকা
গড়ে নিতে পার বক্ষেতে
সুখের মাঝারে হরির লাগিয়া
যদি ধারা বহে চক্ষেতে,

৩

না হয়ে ঘৃণিত ঘৃণা সহ যদি
নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে যদি নিজ চোখে দেখ
নিজ ক্ষীণ দোষ-বিন্দুকে,
ছোট করে যদি দেখ তুমি শুধু
আপন সুনাম সুখ্যাতি
আপনার যদি করে নিতে পার
অপরের ক্লেশ-দুঃখাদি,
মুক্ত গৃহেতে ঘুমাইতে পার
যদি বিদ্রোহ-বিগ্রহে
বিবেকের বুকে জুড়াইতে পার
যদি অপমান-নিগ্রহে,

৪

অত্যাচারীকে বাধা দিতে পার
পাহাড়ের মত নির্ভয়ে,
আতুরের তুমি পান্থ-পাদপ
যদি করুণার ক্ষীর বহে,
এক সুরে যদি বেঁধে নিতে পার
ভাব ভাষা আর কর্ম্মকে,
'ধরা হ'তে যদ্দি বড় করে তুমি
দেখ মনে-প্রাণে ধর্ম্মকে ;
বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছ
ঝরিছে করুণা মস্তকে
পরশ মাণিক এসেছে সুমুখে ,
পেতে দিও দুটী হস্তকে।

পালা-সাঙ্গ

এ-পালা সাঙ্গ হ'ল
এবার নূপুর খুলতে হ'বে,
তুলিকার সখ মিটাতে
রঙ যে নূতন গুল্‌তে হবে।
বুঝি আর নাই-ক' দেরী
বাজে ওই বিদায়-ভেরী,
ত্বরা এ বিরাট পুরী
নৃত্য ও গীত ভুলতে হবে।

২

সারথী কোথায় যে রথ
কর্‌বে খাড়া,
তার নাইক রে কুল
নাই কিনারা।
জোটাবে কি সঙ্কেতে
নাটকের কি অঙ্কেতে,
ফোটাবে কি রঙ্গেতে
তার দোলাতেই দুলতে হবে।

সাগরের কল্লোল ওই
আসছে কাণে
জোয়ার ওই পৌর্ণমাসীর
পশছে প্রাণে
কি বিপুল রূপের আলো,
জুড়ালো চোক জুড়ালো,
সখা এ 'তূণীর' চলো
শমীর-শাখে তুলতে হবে।